Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXI, June 2014

হুসার্লের দর্শনে রূপান্তর পদ্ধতি : একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনা

মোহাম্মদ দাউদ খাঁন*

[**সারসংক্ষেপ:** সমকালীন দর্শনে একটি গাণিতিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারা হল হুসার্লের রূপতত্ত্ব। দর্শনের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত কিছু দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে হুসার্ল রূপতাত্ত্বিক আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলেন। রূপতত্ত্বের বিভিন্ন ধারণার মধ্যে অন্যতম হল রূপান্তরের ধারণা। রূপান্তর পদ্ধতির মূলকথা হলো জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেটি অস্পষ্ট সেটি স্পষ্টকরণ, যেটি অযথার্থ সেটি যথার্থকরণ, যেটি সঠিক নয় সেটি সঠিককরণ এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে বাদ না দিয়ে সেগুলোকে পরিবর্তন করা, হ্রাস করা এবং বন্ধনীচিহ্নে আবদ্ধ করা। কারণ, সঠিক জ্ঞানের জন্য বুদ্ধিজ (Noesis) ও বস্তুসমূহের শুদ্ধরূপ বা ইন্দ্রিজ (Noema) সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন যা কেবল রূপান্তর পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্ভব। উক্ত প্রবন্ধে আমি দর্শনের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে হুসার্লের রূপান্তর পদ্ধতির যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করব।]

রূপতত্ত্ব[১] বা রূপবিজ্ঞানের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে যে সমস্ত দার্শনিকবৃন্দ দর্শন জগতে বিপুলভাবে সাড়া জাগিয়েছিলেন ও যেটির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন জার্মান দার্শনিক এডমুন্ড হুসার্ল [২] (Edmund Husserl, 1859-1938)। তিনি দর্শনের ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতির কথা বলেন যার নাম হল রূপতত্ত্ব। রূপতত্ত্ব শ্রেণী সম্পর্কের মাধ্যমে জাতিসত্ত্বার অনুসন্ধান করে। এখানে জাতিসত্ত্বার সমরূপতা চেতনায় প্রকাশ পায় এবং বস্তুর আসল রূপ জানা যায়। রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল বিশুদ্ধ চেতনার অনুসন্ধান করা। আর সেটি করতে গিয়ে এডমুন্ড হুসার্ল (Edmund Husserl) রূপান্তরের সাহায্য নেন। এই রূপান্তরের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি অগ্রসর হয় এবং বিশুদ্ধতার ক্রমানুসারে পরপর অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত এমন এক স্তরে এসে উপনীত হয় যেখানে চেতনা তার মূল স্বরূপে উদ্ভাসিত। এই চেতনাই হল অভিপ্রায়। হুসার্ল তাঁর "*ধারণা-১*" (*Ideas-1*) গ্রন্থে রূপান্তর পদ্ধতিকে "সমস্ত

* মোহাম্মদ দাউদ খাঁন, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নীতির নীতি"(principle of all principles) বলে আখ্যায়িত করেন।[৩] ব্যরি স্মিথ ও ডি ডব্লুই স্মিথ (সম্পাদিত) [Barry Smith and D. W. Smith (edited)] তাঁদের *The Cambridge Companion to Husserl* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, হুসার্লের দর্শন বিকাশে তিনটি ধাপ কাজ করেছিল। যথা- ১) হুসার্ল মনোস্তত্ত্ববাদকে[৪] বর্জন করেছেন এবং যুক্তিবিদ্যা ও গণিতের সুদৃঢ় বস্তুগত ভিত্তি নির্মাণ করতে চেয়েছেন; ২) হুসার্লের অভিযান শুরু হয় ব্রেন্টানোর বর্ণনামূলকমনোবিজ্ঞান[৫] দিয়ে এবং শেষ করেন 'রূপবিদ্যা' নামে একটি নতুন দিগন্ত তৈরি করে; ৩) হুসার্ল পদ্ধতিগত আত্মবাদের[৬] দিকে ঝুঁকে পড়েন।

হুসার্ল বিশেষ কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠার বাসনা নিয়ে দর্শন জগতে প্রবেশ করেননি। তিনি গণিতের ছাত্র ছিলেন এবং ব্রেন্টানোর নিকট এসেছিলেন দর্শন অধ্যয়ন করতে। ব্রেন্টানোর অনুপ্রেরণায় তিনি গণিতের দর্শন সংক্রান্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করেন এবং ১৮৯১ সালে *Philosophy of Arithmetic* গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থটি ছিল মনস্তত্ত্ববাদ সমর্থিত। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর গটলোব ফ্রেগে গ্রন্থটির সমালোচনা করেন এবং গটলোব ফ্রেগের সমালোচনার প্রতি সমর্থন জানিয়ে হুসার্ল মনস্তত্ত্ববাদ পরিত্যাগ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় হুসার্ল "*ধারণা-১*" (*Ideas-1*) গ্রন্থে সংশয়বাদ[৭], মনস্তত্ত্ববাদ এবং প্রকৃতিবাদের[৮] সমালোচনা করেন। এই সমালোচনাই প্রমাণ করে হুসার্ল এর মধ্যে এক ধরনের নব্যচিন্তার সূচনা হয়েছিল। এই নব্যচিন্তার সূচিতরূপই হল রূপতত্ত্ব। এখন প্রশ্ন হল হুসার্ল কেন ব্রেন্টানোর মনস্তত্ত্ববাদ থেকে সড়ে দাঁড়ালেন? ড. এ. কে. এম. সালাহউদ্দিন তাঁর "এডমুণ্ড হুসার্লের চৈতন্যবিষয়ক পদ্ধতিগত রূপতত্ত্ব : একটি উত্তরণের দর্শন" প্রবন্ধে ব্রেন্টানোর তত্ত্বের সাথে হুসার্লের চারটি মৌলিক পার্থক্য দেখান যেগুলোকে ব্রেন্টানোর মনস্তত্ত্ববাদ থেকে সড়ে দাঁড়ানোর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পার্থক্য চারটি হল ১) হুসার্ল ব্রেন্টানোর মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন; ২) হুসার্লের মতে, ব্রেন্টানোর মৌলিক ধারণা ভাষার কল্পকাহিনী মাত্র, কিন্তু এ জন্য সত্যিই একটি 'যৌক্তিক ধারণার' প্রয়োজন আছে; ৩) হুসার্লের কাছে ব্রেন্টানিয় মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া অপরিপক্কতা ও অস্পষ্টতায় ফলাফলের সূক্ষ পার্থক্য নির্ণয়ে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য; এবং ৪) হুসার্ল লক্ষ্য করেন যে, দর্শনে নতুন ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে 'মৌলিক রূপসত্তার অনুসন্ধান' গবেষণার জন্য সফলজনক মূল বিষয়বস্তু তৈরি হয়।[৯]

ইউরোপীয় রেঁনেসার পরে বিজ্ঞান যত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, সেই সময়ে দর্শন অগ্রতিতে পেছেনে পড়ে যায়। অর্থাৎ, ইউরোপীয় রেঁনেসার সময়কালে দর্শনের

দর্শনের সূচনালগ্ন ছিল গাণিতিক ও যৌক্তিক। যেমন আধুনিক দার্শনিক রেনে ডেকার্তের আবির্ভাব ষোল শতাব্দীতে। দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, রেঁনেসার সময়কাল থেকে, বিশেষ করে আধুনিক দর্শনের সময়কাল থেকে দর্শন চর্চা জ্ঞানবিদ্যক, জগতপ্রকৃতি, নীতিশাস্ত্র, নৈতিকতা, অতিন্দ্রীয় জগত সম্বন্ধীয়, যৎসামান্য শিল্পসাহিত্য, প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যস্ত ছিল। এই ধারাবাহিকতায় দর্শনে বিশাল বিশাল দার্শনিকদের আগমন ঘটে। যেমন ডের্কাত, লাইবনিজ, লক, হিউম, কান্ট, ফিক্টে, শেলিং, হেগেল, মার্কস প্রমূখ। এই সময় দর্শনে বিশাল বিশাল মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। দর্শনের এই মতবাদগুলো বিজ্ঞানের সাথে সমগতিতে উত্তরে যেতে পারেনি বা এই বিষয় সম্বন্ধে দর্শন যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। হসার্ল এমনি একজন দার্শনিক যিনি মার্কসের পাশাপাশি অত্যন্ত বলিষ্ঠকন্ঠে জগত প্রকৃতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চাইতেও মানবজীবন সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করার কথা উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, এই বিশ্বপ্রকৃতি যেখানে মানব সভ্যতার ইতিহাস ও মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটিই দর্শনের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত যেমনটি বিজ্ঞান মনে করে। এছাড়া হুসার্ল আরও মনে করেন, যে কোন বড় বড় পন্ডিত, দার্শনিকদের সম্বন্ধে বা বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা দশনের আলোচ্য বিষয় নয় বরং দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয় হল মানুষের জীবন-যাপন, মানুষের চিন্তা ভাবনা, মানুষের সমাজব্যবস্থা, মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, যেগুলো মানুষের আসল রূপ। এই রূপ উদঘাটনই ছিল হুসার্লের দর্শনের মূল লক্ষ্য। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁর Philosophy as Rigorous Science (১৯১১) প্রবন্ধে বলেন, দর্শনের আলোচনা দার্শনিকবৃন্দ সম্বন্ধে নয় বরং মানব জাতির সমস্যা সম্বন্ধে যেটির আলোচনা দর্শনের জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগায়।

রূপবিজ্ঞান অবভাসের অত্যাবশ্যক কাঠামো বা সার্বিকতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। এর ঝোঁক বাস্তবঘটনার প্রতি নয়, সার্বিক সত্তার প্রতি। এই মতে বাস্তবঘটনা সার্বিক সত্তারই অনুলিপিমাত্র। তাই একজন রূপবিজ্ঞানীর নিকট বিশেষ বস্তু নয়, বিশেষের অন্তরালে যে সার্বিকতা সেটাই আসল। হুসার্ল তাঁর আলোচনা শুরু করেছিলেন স্টোয়িক দর্শন থেকে। স্টোয়িকরা বস্তুজগতকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বস্তুজগতকে হুসার্ল অস্বীকার করেননি। তবে বস্তুজগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার না করলেও তিনি বস্তুকে বিশ্লেষণ থেকে বাদ দিয়েছেন। তাঁর এই সূত্রই হল রূপান্তর পদ্ধতি যাকে তিনি হ্রাসকরণ পদ্ধতিও বলেছেন।

পৃথিবীর সবকিছু তার পূর্ব-অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হচ্ছে। রূপান্তর হল যুগ নির্ণয় করা এবং গ্রহণ ও বর্জন হল এর বিষয়। যেসকল মতবাদ পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে সঠিক, স্পষ্ট জ্ঞান সরবরাহ করতে সক্ষম হয়নি সেসব জ্ঞানের বর্জনের কথা বলেন। কোন আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সন্দেহযুক্ত আপতিক ও অনাবশ্যক যেসব লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে হুসার্ল তাকে বলেছেন ফ্যাকচুয়ালিটি (factuality)। এই ফ্যাকচুয়ালিটির মধ্যে বস্তুর প্রকৃত পরিচয় নেই; বস্তুর প্রকৃত পরিচয় তার সারসত্তার মধ্যে। সুতরাং সেই সারসত্তাকে জানার প্রথম কর্তব্যই হবে যাবতীয় সন্দেহযুক্ত, আপতিক এবং অনাবশ্যক যেকোন লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য বর্জন করা। ফ্যাকচুয়ালিটি বর্জন করা মানেই যে বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা তা নয়।[১০] চেতনার বাইরে স্বতন্ত্র জগত থাকলেও বস্তুর সারধর্মের পক্ষে সে অস্তিত্বের কোন প্রকার সার্থকতা নেই, সেই কারণেই এই প্রশ্নটি হুসার্ল বর্তমানে মূলতবী রেখেছেন। বর্জন প্রক্রিয়ার পর রূপান্তর গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। অনাবশ্যক ও আপতিক উপাদান বর্জন করার পর যা অবশিষ্ট থাকে রূপান্তর তাকে গ্রহণ করে। অর্থাৎ, অনাবশ্যক ও আপতিক উপাদান বর্জন করে যে বিশুদ্ধ চেতনার সন্ধান পাওয়া যায় তার মূল স্বরূপে উপনীত হওয়াই রূপান্তর পদ্ধতির মূল কাজ। এ পদ্ধতির স্থায়ী তাৎপয কী ? বিশেষণে বলা যায় যে, এ পদ্ধতির স্থায়ী তাৎপর্য হল এর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উন্মুক্ত হয় অতিন্দ্রীয় রূপতত্ত্বে প্রবেশের পথ এবং দার্শনিক আলোচনার শেষদিন পর্যন্ত হুসার্ল তাঁর দর্শনের মধ্যে এ পদ্ধতিটিকে সংরক্ষণ করে গেছেন।[১১]

রূপান্তর একটি গাণিতিক পদ্ধতি যেটি গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যেটি পরির্তনের মাধ্যমে, হ্রাসকরণের মাধ্যমে অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করে থাকে। কিন্তু রূপতত্ত্বে এটি হচ্ছে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ যেটি কোন বিষয়-বস্তুকে বিশেষকরে ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীকে বাতিল না করে রূপান্তর করে, হ্রাস করে। প্রচলিত জ্ঞানবিদ্যায় আমরা যে অস্পষ্ট জ্ঞানের সন্ধান পাই সেগুলোকে স্পষ্ট করাই হচ্ছে রূপান্তর। এই পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হল পূর্ব-ঘোষিত ধারণাগুলি বর্জন করে অভিজ্ঞতাকে বিশুদ্ধ আন্তর ঘটনায় রূপান্তরিত করা।[১২] হুসার্লের মতে, reduce means to make things clear. অর্থাৎ অস্পষ্টতাকে স্পষ্টকরণ, যথার্থকরণ ও সঠিককরণই হচ্ছে রূপান্তর। পিটার কোয়েস্টমবাউম (Peter Koestenbaum) হুসার্লের *The Paris Lectures* গ্রন্থের ভুমিকায় বলেন,

> 'Reduction' derives from the Latin compound ære-ducere," which means æto lead back to origins". A reduction in Husserl's sense is the philosophical effort to circumvent all interpretations, presuppositions, and adventitious aspects of the

> phenomena themselves. … … . To æreduce" therefore, is to exclude bracket, or leave out of consideration those aspects of our experience of the world which are extraneous to the pure presented phenomena proper."[১৩]

মার্ভিন ফার্বার (Marvin Farber) রূপান্তর পদ্ধতিকে একটি কৃত্রিম প্রণালীতান্ত্রিক নকশা হিসেবে চিহ্নিত করেন।[১৪] মূলত রূপান্তর পদ্ধতি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সহয়তা প্রদান করে। কোন বিষয় বা বস্তুকে জ্ঞানের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার পর তাকে পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। রূপান্তর পদ্ধতি ঐ বিষয়কে পারিপাশ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরিপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করার পথ উম্মুক্ত করে দেয়। তখন সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ থেকে ঐ বিষয় সম্পর্কিত যেসব উপলদ্ধি লাভ করা যায় তা বিষয়ের জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হয়।

সাবেকী দর্শনের ইতিহাসে যেসব অপ্রয়োজনীয় মতবাদ আছে সেগুলোকে মানুষ বাতিল করে দেবার কথা বলে। কিন্তু হুসার্ল এগুলোকে বাতিল না করে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করার কথা বলেন, হ্রাসকরণের কথা বলেন। যেমন, গণিতশাস্ত্রে আছে-

অর্থাৎ রূপান্তরের মাধ্যমে হুসার্ল একটি সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীকে পূণঃমূল্যায়ন করা হবে।

হুসার্ল বিভিন্ন যুগের বিশেষকরে সতের, আঠারো ও উনিশ শতকের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের ভুল-ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করে এগুলোর যথার্থতা নিরূপণের কথা বলেন। এভাবে বিভিন্ন মতবাদ ও বস্তুর আপতিক ও অনাবশ্যক উপাদান বর্জন করে যে বিশুদ্ধ চেতনার সন্ধান পাওয়া যায় তার মূল স্বরূপে উপনীত হওয়াই রূপান্তরের কাজ। অর্থাৎ, রূপান্তর হল অস্পষ্ট বিষয়কে রূপান্তর করে স্পষ্টকরণ এবং ত্রুটিযুক্ত বিষয়কে রূপান্তর করে ত্রুটিমুক্তকরণ।

বিভিন্ন প্রকার রূপান্তর : ড. এ. কে. এম সালাহউদ্দীন তাঁর "এডমুন্ড হুসার্লের চৈতন্যবিষয়ক পদ্ধতিগত রূপতত্ত্ব" প্রবন্ধে[১৫] এবং অনিল কুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর *"বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শন"* গ্রন্থে[১৬] হুসার্লের *ধারণা-১* গ্রন্থ অনুকরণে তিন রকম রূপান্তরের কথা উল্লেখ করেন-

১। রূপতাত্ত্বিক রূপান্তর (Phenomenological Reduction)

২। প্রতিবর্তিত রূপান্তর (Eidetic Reduction)

৩। অতীন্দ্রিয় রূপান্তর (Transcendental Reduction)।

রূপতাত্ত্বিক রূপান্তর : অনেকে রূপতাত্ত্বিক রূপান্তরকে রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি বলেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দর্শনের ইতিহাসে হুসার্ল মনস্তত্ত্ববাদকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন। হুসার্ল তাঁর রূপতত্ত্বে দেখান যে, দর্শনের ইতিহাসে দর্শন আলোচনায় অনেক ভুল ছিল। এজন্য দর্শন বিজ্ঞানের নিকট মার খেয়ে যায়। তাই তিনি দর্শনকে রক্ষার জন্য একে বিজ্ঞানসম্মত করার চেষ্টা করেন। এর জন্য যা প্রয়োজন ছিল বলে তিনি মনে করেন তাহল একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি হল রূপতাত্ত্বিক রূপান্তর। হসার্ল ইন্দ্রিয় জগত ও অতিন্দ্রীয় জগতকে সীমারেখার মধ্যে রাখতে চান। কিন্তু তিনি বাহ্য জগতের অস্তিত্ত্বকে প্রত্যাখান করেন না। তবে তাঁর রূপবিজ্ঞানের পদ্ধতি হল বস্তুকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা অথবা বস্তুকে বিশ্লেষণ থেকে বাদ দেয়া যা রূপতাত্ত্বিক রূপান্তর বা ইপোক[১৭] (epoche)।

হুসার্ল প্রায়শই তার রূপান্তর প্রশ্নে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে যুগের প্রসঙ্গ টেনে আনেন এবং স্টোয়িক, ডেকার্ত ও ব্রেন্টানোর মতকে বার বার আলোচনা করেন। এদের মত আলোচনার মাধ্যমে একটি সীমারেখা বা যুগ বলতে কি বুঝায় তা বুঝানোর চেষ্টা করেন। যুগ হলো ইতিহাসের বিখ্যাত ঘটনা দ্বারা চিহ্নিত কাল। হুসার্ল ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীকে ইতিহাসের যুগ বলেছেন। ইতিহাসে বিভিন্ন ঘটনা, ঘটনার বিবরণ আছে- এগুলো মানুষকে শুধু জানলেই চলবে না, এগুলো কতটুকু সঠিক, যথার্থ ও নির্ভুল ছিল তাও জানতে হবে। স্টোয়িকরা যথেষ্ট যুক্তির আলোকে তাদের দর্শনে মানুষ ও জগত প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ডেকার্তও তাঁর দর্শনে মানুষ ও জগত প্রকৃতিকে আলোচনা করেছেন এবং তিনি পূর্বধারণা, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, নৈতিক বিষয়গুলোকে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মাধ্যমে আবদ্ধ করেছেন।

হুসার্ল স্টোয়িক, ডেকার্ত, কান্ট ও ব্রেন্টানোর মতের আলোচনা করে দেখলেন এঁদের মতবাদ নির্ভুল ছিল না। তাই তিনি একটি সংশোধিত মতবাদ দিলেন এবং একটি নব্যপদ্ধতি আবিস্কার করলেন। তিনি বললেন, আদি মতবাদগুলো সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়- তবে ঐগুলো ভুল নয়। এ জন্য তিনি রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি আবিস্কার করলেন। এ পদ্ধতি ইতিহাসের ভুলভ্রান্তি গুলোকে নির্ণয় করবে এবং সত্য খুঁজে বের করবে। হুসার্লের মতে, রূপতাত্ত্বিক রূপান্তর হল একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় চেতনা সম্বন্ধীয় ও চিন্তা সম্বন্ধীয় উপাদানের মধ্যে একটা সহ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দর্শনের যে চিন্তাধারাগুলো নিখুঁত বা যথার্থ নয় সেগুলোকে রূপান্তর করা হয়। হুসার্ল রূপতাত্ত্বিক রূপান্তরের জ্ঞানের দুটি উপাদানের কথা বলেন :-

১) Noesis: বিষয়ী কেন্দ্রিক (বুদ্ধিজ)

২) Noema: বিষয় কেন্দ্রিক (প্রত্যক্ষণের বিষয়/ বস্তুসমূহের শুদ্ধ রূপ/ইন্দ্রিজ)।

Noesis হচ্ছে ধারণাজাত জ্ঞান, যাকে আমরা Idea বলি। আর Noema হল প্রত্যক্ষণীয় জ্ঞান। Noesis এর সঠিক উত্তর খুঁজে বের করতে Noema সাহায্য করে।

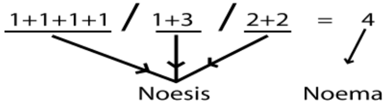

Noesis বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে এবং Noema একটি শ্রেণী সম্পর্কের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে। হুসার্ল বলেন Noesis এর চেয়ে Noema অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ Noesis কোন সঠিক, যথার্থ, নিখুঁত সিদ্ধান্ত বা জ্ঞান দিতে পারে না। তবে এদের মধ্যে একটি আন্ত:সম্পর্ক (Co-Relation) বিদ্যমান। এই আন্ত:সম্পর্ক কীভাবে সম্ভব ? বিশ্লেষণে বলা যায় যে, Noesis হল চিন্তা সম্বন্ধীয় উপাদান এবং সব সময় বিষয়ীকেন্দ্রিক। অন্যদিকে, Noema সব সময় বিষয়কেন্দ্রিক এবং তা অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান ও চেতনা সম্বন্ধীয় উপাদান । অর্থাৎ, হুসার্ল বলেন নিখুঁত জ্ঞানের জন্য এ দুটোর মধ্যে একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু প্রচলিত অনেক দর্শনই তা করেনি। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন ডেকার্ত যখন বলেন, æI think, therefore, I exist” তখন তিনি কেবল Noesisকে প্রাধান্য দেন কিন্তু Noemaকে প্রাধান্য দেননি। অন্যদিকে, স্টোয়িকরা কেবল Noemaকে প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু Noesisকে প্রাধান্য দেননি। কিন্তু হুসার্ল বলেন কেবল প্রজাতিসত্তায় যথার্থ সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। আবার, Noesis থেকে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা বিভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে যদি Noemaকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাহলে তা সব সময়ই একই রকম হবে। এজন্য হুসার্ল বলেন, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন যাদের সমন্বয়েই ফলাফল সঠিক ও নিখুঁত হয়। রূপতাত্ত্বিক রূপান্তর সম্পর্কে এডমুন্ড হুসার্ল (Edmund Husserl) বলেন,

> æPhenomenological reduction ... entails a limitation to the sphere of things that are purely self-given, to the sphere of those things which are not merely spoken about, meant or perceived,

> but instead to the sphere of those thing that are given in just exactly the sense in which there thought of and moreover are self given in the strictest sense-in such a way that nothing which is meant fails to be given."[১৮]

হুসার্লের মতে, পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের লোক বিদ্যমান। পৃথিবীর সকল মানুষকে তাদের আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠে শ্রেণী সম্পর্কের মাধ্যমে একটি জাতিসত্তা তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন অঞ্চল, ভাষা, ধর্মের লোকগুলো হচ্ছে Noesis বা প্রজাতিসত্তা আর জাতিসত্তা হচ্ছে সমগ্র মানুষ।

প্রতিবর্তিত রূপান্তর: হুসার্ল তাঁর *"যৌক্তিক অনুসন্ধান"* (*Logical Investigations*) গ্রন্থে প্রতিবর্তিত রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রতিবর্তিত রূপান্তরের মূলকথা হল বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বাদ দিয়ে শুধু সারসত্তাকে আলোচনা করা। প্রতিবর্তিত শব্দটি একটি মৌলিক ধারণা যা কোন বিষয়বস্তুর মৌলিক রূপসত্তাকে বুঝায়। এখানে এই উপলদ্ধি হয় যে, স্থুল বস্তুতা বস্তুর আসল পরিচয় নয়। দেশ ও কালে বিধৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থুল বস্তুজগত হল জ্ঞাতার অর্থ স্বরূপ। বস্তুজগতের অস্থিত্ব আছে কি-নেই, অথবা বস্তুজগত সত্য কি-না, এ প্রশ্ন এখানে উপস্থাপন করা হয় না। জ্ঞাতার চেতনা যে অর্থ সূচিত করে, সেই অর্থস্বরূপ উপলদ্ধি করাই প্রতিবর্তিত রূপান্তরের মূলকথা। এই পর্যায়ে পবির্তনশীল বিশেষ এবং আপতিক বস্তুসমূহের জ্ঞান ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে আমরা সাক্ষাৎ অবলোকন করতে পারি এমন কতগুলো সারসত্তা যেগুলি নিত্য, সার্বিক এবং আত্মনির্ভরশীল। এ সম্পর্কে যাক্কো হিনটিক্কা (Jaakko Hintikka) বলেন,

> æAnother type of reduction is the eidetic reduction which leads from particulars to general essences."[১৯]

প্রতিবর্তিত রূপান্তরের মাঝে একটি উপাদান রয়েছে যেটির নাম Eidos। Eidos একটি গ্রীক শব্দ। মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এভাবেই মানুষের জ্ঞানের গভীরতা তৈরি হয়। অর্থাৎ, Eidos পান্ডিত্য গঠন করে। এগুলো নির্ভর করে কালের উপর। এই কাল ধরেই হুসার্ল এরিস্টটল ও কান্টের মাঝে ভুল সংশোধন করে এগিয়ে গেলেন।

প্রতিবর্তিত রূপান্তরে হুসার্ল এরিস্টটলের মৌলিক দর্শন ও কান্টের শুদ্ধ বুদ্ধির সমীক্ষার সমালোচনা করেন। হুসার্ল এরিস্টটল সম্পর্কে বলেন, তাঁর মৌলিক দর্শন সেই সময়ে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল এবং

দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তিতে তা আর কার্যকর হয়নি। এমন কেন হয়েছিল ? হুসার্লের দর্শন বিশ্লেষণে যে বক্তব্য উপস্থাপিত হয় তাহল এরিস্টটলের মৌলিক দর্শনে Eidos ছিল না। এর প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে আধুনিক যুক্তিবিদ্যা যাঁর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেগে। এই যুক্তিবিদ্যার নাম প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা। এই যুক্তিবিদ্যা দ্বারা হুসার্ল দারুণভাবে প্রভাবিত হন। এরপর হুসার্ল কান্টকে সমালোচনা করে বলেন যে কান্টের প্রজ্ঞার মধ্যে Eidos এর পরিমাণ অনেক কম ছিল। কারণ, তাঁর প্রজ্ঞা জগত ছেড়ে অতিন্দ্রীয় জগতে চলে যায়। কিন্তু হুসার্ল মনে করেন সত্য প্রতিষ্ঠা হবে এই জগতে - যেটি Eidos এর মাধ্যমে সম্ভব এবং এর জন্য অতিন্দ্রীয় জগতে যাবার কোন দরকার নেই।

এরিস্টটলের মতে বস্তুর স্বরূপ জানার জন্য তিনটি বিষয় দরকার- ধারণা, প্রত্যক্ষণ এবং যুক্তি। এছাড়াও যে বিষয়গুলো দরকার তা হল সংখ্যা, মূল্য, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। হুসার্ল বলেন, এরিস্টটল যেভাবে বস্তুর স্বরূপ জানার কথা বলে গেছেন তা পর্যাপ্ত নয়। কারণ, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে প্রয়োজন Eidos। Eidos জ্ঞাতার নিকট বস্তুর জ্ঞানের যৌক্তিক প্রতিফলন ঘটায়।

যৌক্তিক প্রতিফলিত জ্ঞান/ প্রতিবর্তিত জ্ঞান

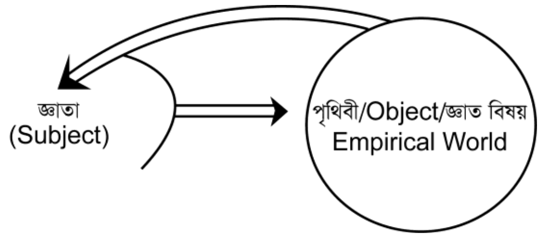

হুসার্লের মতে, Eidos এর মাধ্যমে এই জগতেই সত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এর জন্য অতিন্দ্রীয় জগতে যাবার কোন দরকার নেই। এখানে Noesis (চিন্তা সমন্ধীয় উপাদান) ও Noema (চেতনা সমন্ধীয় উপাদান) কাজ করছে। Noesis ও Noemaর মধ্যে যোক্তিক প্রতিবর্তিত জ্ঞান কাজ করে অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করে থাকে।[২০] এখানে Noesis এর চেয়ে Noemaর গুরুত্বই বেশী। কারণ Noesis আমাদেরকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দিতে পারে না। Noesis এর জ্ঞান হচ্ছে বিশেষ কিন্তু Noema আমাদেরকে সার্বিক জ্ঞান প্রদান করে। কিন্তু Noesis ও Noemaর মধ্যে

একটি সহসম্পর্ক/অভিন্নতা বিদ্যমান। এ অভিন্নতা হচ্ছে নদী বললে যেমন বুঝা যায় নদীতে পানি আছে, চায়ের কেটলী বললে যেমন বুঝা যায় এর মধ্যে স্পেস/অবস্থান আছে ঠিক তেমন। সুতরাং প্রতিবর্তিত রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য হলো বস্তুমুখীতা (Relating to objects), অভিপ্রায়জাত (Relating to Intention) এবং ধারণাজাত সত্তা (Relating to thinkable being)। এই অভিপ্রায় হচ্ছে চেতনা, এবং ধারণাজাত সত্তা হলো জাগতিক সত্তা যেটি এ বাস্তব পৃথিবীতেই অস্তিত্বশীল।

অতিন্দ্রীয় রূপান্তর : অতিন্দ্রীয় রূপান্তর অনুসারে বন্ধনীর পদ্ধতি অবলম্বনে শুধু চেতন বা আত্মিকতাকেই গ্রহণ করতে হবে এবং এটিই হবে সব জ্ঞানের উৎস ও দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত। অতিন্দ্রীয় রূপান্তর অনুসারে অবভাসের রূপবৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্পূর্ণভাবে আত্মগত পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। অন্য কথায় আত্মীকতাই হবে রূপবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে এডমুন্ড হুসার্ল (Edmund Husserl) বলেন:-

> æ...transcendental reduction leads necessarily to the question concerning the ground of what now presents itself as the intuitable actuality of the corresponding constituting consciousness. It is not concrete actuality in general, but concrete actuality as the possible and real values extending indefinitely, which compels us to ask after the æground"– which of course has not then the meaning of a substantive cause." [২১]

হুসার্ল তার অতিন্দ্রীয় রূপান্তরে অভিপ্রায়তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। অভিপ্রায় বৈশিষ্ট্যে ধারণাজাত ও বস্তুজাত। অভিপ্রায় জ্ঞানের দুটো জগৎ সম্বন্ধে শক্তিশালী অবকাঠামো তৈরী করে। হুসার্লের মতে অভিপ্রায় = চেতনা এবং চেতনা = অভিপ্রায়। অভিপ্রায় মানুষের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের একটি আত্মপ্রতিফলিত জ্ঞান তৈরী করে। এই আত্মপ্রতিফলিত জ্ঞান থাকলেই মানুষ সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই অভিপ্রায়/চেতনার সাহায্যেই সামাজিক যৌক্তিকতাকে জানা যায়। সামাজিক যৌক্তিকতা একটি জাতিসত্তার বিষয়, এটি কোন প্রজাতিসত্তার বিষয় নয়। হুসার্লের মতে একটি নীতিমালা প্রয়োগের মাধ্যমেই সামাজিক যৌক্তিকতা তথা জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। হুসার্ল Transcendentalকে অতিন্দ্রীয় না বলে ইন্দ্রিয়াতীত বলেছেন। তিনি বলেন, অতিন্দ্রীয় রূপান্তর এমন কিছু নয় যা অতিন্দ্রীয় জগতে ঘটে বরং অতিন্দ্রীয় বিষয়কে রূপান্তর করে এই জগতে সীমাবদ্ধ করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে অতিন্দ্রীয় রূপান্তর। এটিই হল অন্তরকাল সম্বন্ধীয় চেতনা

এবং এটিকে তিনি বলেছেন ইন্দ্রিয়াতীত যা এ জগতেই আছে। এভাবে হুসার্ল তাঁর দর্শনকে এক ধরণের ভাববাদে পরিণত করেন যা অতিন্দ্রীয় ভাববাদ নামে পরিচিত। যদিও তিনি বাহ্য জগতকে বিশ্বাস করেন তথাপি তিনি মনে করতেন যে এ সম্পর্কে জ্ঞান জ্ঞাতার চেতনার উপরই নির্ভর করে। অন্যদিকে, তিনি যে সারসত্তায় আকৃষ্ট ছিলেন তা বিশেষ কোন বস্তুর মত অস্তিত্বশীল নয় বরং তা জানতে হবে জ্ঞাতার চেতনার মাধ্যমে এবং সেভাবেই বাহ্যজগত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে যাক্কো হিনটিক্কা (Jaakko Hintikka) বলেন,

> ÔÔThe most important reduction Husserl deals with is the tracendental reduction, which can be described by saying that in it one's belief in factual existence is 'bracketed' and one's attention is directed, is fixed 'on the sphere of consciousness' and in which we 'study what is immanent in it'."[২২]

হুসার্ল পূর্বোক্ত এরিস্টটল থেকে শুরু করে ডেকার্ট, কান্ট পর্যন্ত যেসমস্ত মতবাদ এসেছে সেগুলোকে নামবিহীন শক্তি বলে অভিহিত করেছেন। এগুলো কখনোই কোন সঠিক জ্ঞান প্রদান করতে পারে না যেটি অস্পষ্ট জ্ঞান প্রদান করে মাত্র। তাই তিনি বলেন অতিন্দ্রীয় বিষয়গুলো হচ্ছে অস্পষ্ট, নামবিহীন শক্তি এবং এ অতিন্দ্রীয় বিষয়কে হুসার্ল Noesis নামে অভিহিত করেছেন। অতিন্দ্রীয় বিষয় থেকে কখনো আমরা Noemaর জ্ঞান পাই না। তাই হুসার্ল অতিন্দ্রীয় বিষয়কে রূপান্তরের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াতীত করার কথা বলেন।

ইন্দ্রিয়াতীত ⟸ অতিন্দ্রীয় বিষয়।

ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের মধ্যে আছে Noemaর জ্ঞান এবং এর মাধ্যমেই যথার্থ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং অতিন্দ্রীয় বিষয়কে রূপান্তর করে এই বাস্তব জগতে সীমাবদ্ধ করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে অতিন্দ্রীয় রূপান্তর এবং ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়গুলো বাস্তব ও পরিদৃশ্যমান জগতেই অস্তিত্বশীল।

রূপান্তরের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখি হুসার্ল তাঁর রূপতত্ত্বকে যথার্থ বিজ্ঞানের আঙ্গিকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, হুসার্ল ঊনিশ শতকে দর্শনের অস্তিত্বকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য একে বিজ্ঞানসম্মত করতে চান এবং এ কারণেই তিনি তাঁর দর্শনে রূপান্তর পদ্ধতির আলোচনার সূত্রপাত করেন। কী কারণে রূপান্তর পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন ? হুসার্লের দর্শন বিশ্লেষণে অনুধাবন করা যায় যে, রূপান্তরের মাধ্যমে দর্শনকে বিজ্ঞানসম্মত করা সম্ভব। তাই

অপ্রোজনীয়, অযথার্থ ও অস্পষ্ট বিষয়কে পরিবর্তন করে, রূপান্তর করে তিনি স্পষ্টকরণের কথা বলেন। এবং এর মধ্যে দিয়েই দর্শন প্রচলিত ধারা থেকে বের হয়ে, সংশোধিত হয়ে বিজ্ঞানসম্মত ও গাণিতিক হবে এবং আমাদেরকে গণিত ও বিজ্ঞানের মত সুস্পষ্ট ও নিখুঁত জ্ঞান প্রদান করতে সক্ষম হবে। আজকের দর্শনেও এ রূপতাত্ত্বিক রূপান্তর পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ ক্ষেত্রে রূপান্তর পদ্ধতি বিশুদ্ধ চেতনার অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, হুসার্লের রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির মূল উদ্দেশই হল জগত, প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ প্রভৃতি সম্পর্কে আসল স্বরূপ উদঘাটন করা যেটি রূপতাত্ত্বিক রূপান্তর পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্ভব। এই কারণে, রূপতাত্ত্বিক রূপান্তর পদ্ধতি আজকের দিনেও দর্শনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র

১. 'Phenomenology' শব্দটি গ্রিক শব্দ Phainomenon থেকে এসেছে। এর বাংলা প্রতিশব্দগুলো হল ঘটনা, বাস্তবতা ও অবভাস। জার্মন যাজক Christoph Friedrich Oetinger ১৭৩৬ সালে প্রথম 'Phenomenology' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি শব্দটিকে নেতিবাচক অর্থে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, তিনি মূলত দৃশ্যমান জগতের বস্তুগুলোকে বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীতে হুসার্ল 'Phenomena' শব্দটি ব্যবহার করেন। হুসার্ল 'ফেনোমেনা' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন এই অর্থে যে, 'ফেনোমেনা' হল যা চেতনায় তাৎক্ষণিক রূপে প্রকাশিত করে। তাহলে 'ফেনোমেনা' হল স্বয়ং সৎ বস্তু বা বাস্তবতা । এই অর্থটিই হুসার্ল গ্রহণ করেন। এটা বুঝাতেই হুসার্ল বলেছেন zu-den-sachen (to the things).

২. হুসার্ল এর প্রকৃত নাম হল এডমুন্ড গ্যাস্টব আলব্রেকট হুসার্ল (Edmund Gustav Albrecht Husserl) যিনি এডমুন্ড হুসার্ল নামেই বহুলভাবে পরিচিত। জার্মান দার্শনিক হুসার্ল ১৮৫৯ সালের ৮ই এপ্রিল জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ সালের ২৭ এপ্রিল মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর বিখ্যাত কর্ম বা বই হল *Philosophy of Arithmetic* (1891), *Ideas-1*(1931), *Logical Investigations* (1973) প্রভৃতি।

৩. পরিতোষ দাশ, *হুসার্লের প্রতিভাসবিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১১৮

৪. মনস্তত্ত্ববাদ মানসিক ধারাণসমূহের উপর নির্ভরশীল। এই মতবাদ আরও মনে করে যে, মনোবিজ্ঞানকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে সকল প্রকার প্রকৃতি ও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ গড়ে ওঠেছে। E. M. Kirkpatrick, Chambers 20th Century Dictionary, Published by R. N. Sachdev, Printed by Ravi Sachdev at Allied Publishers Pvt. Ltd. , A-104 Mayapuri, New Delhi, 1988, P. 1040.

৫. বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন ব্রেন্টানো তাঁর *Psychology from an Empirical Point of view* যেটি ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। ব্রেন্টানো নিজেই অভিজ্ঞতানির্ভর অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অভিজ্ঞতানির্ভর মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মৌলিক পার্থক্য কোথয় ? অর্থাৎ, উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যেমন গাছ, ফুল, ফল প্রভৃতি অথবা জীববিজ্ঞানী যে সব জীবজন্তু নিয়ে আলোচনা করেন, এটির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু যেমন অনুভূতি, কল্পনা, আবেগ প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? ব্রেন্টানো নিজেই বলেন, বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে 'বস্তু-অভিমুখিতা' (inientionality) নামে একটি বৈশিষ্ট্য আছে যেটি অন্য কোন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে নেই। অনিল কুমার বন্ধোপাধ্যায়, *বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শন*, কোলকাতা, ১৯৮৪ পৃ. ২২৩।

৬. Frances Stewart and Severine Deneulin বলেন 'all social phenomena must be accounted for in terms of what the individuals think, choose, and do.' অর্থাৎ, 'ব্যক্তি কীভাবে চিন্তা করে, পছন্দ বা বাছাই করে ও কাজ করে তার ভিত্তিতে সকল বা সব বা সমস্ত সামাজিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা উচিত'| Amartya Sen, The Idea of Justice, Penguin Books India Ltd., Panchsheel Park, New Delhi, India, 2009, P. 244.

৭. কোনো দাবি, তত্ত্ব প্রভৃতির সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা। অর্থাৎ, কোনো তত্ত্ব, ঘটনা বা বস্তুকে নিশ্চিতভাবে জানতে পারা যায় না এমন মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের মতবাদকে সংশয়বাদ বলে| E. M. Kirkpatrick, Ibid., P. 1040.

৮. প্রকৃতিবাদ অতিপ্রাকৃতিক ও ঐশী প্রত্যাদেশকে অগ্রাহ্য করে এবং প্রাকৃতিক কারণ ও নিয়মাবলীকেই সকল প্রসঙ্গের ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট মনে করে তাকে প্রকৃতিবাদ বলে।

৯. Roman Ingarden, æWhat is new in Husserl's Crisis", trans. Rolf George, in *Analecta Husserliana,* Vol. II, ed. æThe Phenomenological Concept of Experience", *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. XXXIV, (Sept. 1973), pp.13f.

১০. অনিল কুমার বন্ধোপাধ্যায়, Ibid., পৃ. ২২৫।

১১. ড. এ কে এম সালাহউদ্দীন, এডমুণ্ড হুসার্লের চৈতন্যবিষয়ক পদ্ধতিগত রূপতত্ত্ব : একটি উত্তরণের দর্শন, *দর্শন ও প্রগতি*, ১৫শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্ভর ১৯৯৮, পৃ. ১০১।

১২. শৈলেশরঞ্জন ভট্টাচার্য, *অস্তিবাদের মর্মকথা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৯।

১৩. Edmud Husserl, *The Paris Lectures,* (Translation and Introductory Essay by Peter Koestenbaum), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998, PP.LVI, LVII.

১৪. Marvin Farber, *The Foundation of Phenomenology : Edmund Husserl and the Quest for a Rigorous Science of Philosophy*, Cambridge, Harvard University Press,1943, P.56.

১৫. ড. এ কে এম সালাহউদ্দীন, Ibid., পৃ. ১১৭।

১৬. অনিল কুমার বন্ধোপাধ্যায়, Ibid., পৃ. ২২৬-২২৭।

১৭. রূপতাত্ত্বিক রূপান্তর পদ্ধতির দু'টি দিক। যেমন নেতিবাচক (negetive) ও ইতিবাচক (positive)। নেতিবাচক দিকটি হল এই পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটির নামকরণ করেন হুসার্ল 'ইপক' বা 'অবহ্রাস' বা 'অপসরণ' । এই 'ইপক' হল আপতিক, অনাবশ্যক, সন্দেহযুক্ত প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্জনের মধ্য দিয়ে বস্তুর সারসত্তা বা আসল স্বরূপকে প্রকাশ করা । অনিল কুমার বন্ধোপাধ্যায়, Ibid., পৃ. ২২৫।

১৮. Barry Smith and D. W. Smith (edited), *The Cambridge Companion to Husserl*, Cambridge University Press, 1995, P. 85.

১৯. Ibid., P. 79.

২০. Frank N. Magill(edited), *Masterpieces of World Philosophy*, George Allen & Unwin Ltd, London, 1961, P. 795.

২১. Edmund Husserl, *Ideas-1*, Translated by W. E. Gibson, New York, Collier Books, 1931, P. 174.

২২. Barry Smith and D. W. Smith (edited), *The Cambridge Companion to Husserl*, Cambridge University Press, 1995, P. 79.